ব্যর্থ আইসিটি ইনকিউবেটর

আইসিটি ইনকিউবেটর মূলত তৈরি করা হয় একেবারে নতুন আইটি উদ্যোক্তা তথা সদ্য পাস করা আইসিটি গ্রাজুয়েটদের জন্য। A_P ev¯ewPÎ m¤úY wfb| BbwKD‡eU‡i nq bv †Kv‡bv BbwKD‡ekb, Avmb †c‡Z wW‡g Zv †`q cwZwôZ mdUIq¨vi †Kv¤úvwb¸‡jv... লিখেছেন **মোঃ আরাফাতুল ইসলাম**

'বর্তমান সরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য ঢাকায় একটি আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করেছে। যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সব ধরনের ইনফ্রাসটাকচার সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। ফলে তারা ধীরে ধীরে তাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারছে। একইভাবে সদ্য গ্রাজুয়েট ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টার্নি ও কর্মসংস্থানেরও একটি সুযোগ তৈরি হচ্ছে আইসিটি ইনকিউবেটরে'- কথাগুলো বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান এমপির (সূত্র : বাংলালিংক-কোয়াব ইন্টারনেট ব্রাউজিং ফেয়ার, চট্টগ্রাম)। কিন্তু তার এ

ধরনের কথা শুনলে মনে হবে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই হতাশাজনক। অনেকটা শুভঙ্করের ফাঁকির মতো। ঢাকার আইসিটি ইনকিউবেটরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো ইনফ্রাসটাকচার সুবিধা বা কম্পিউটার ল্যাবও নেই, আবার সদ্য পাস করা গ্র্যাজুয়েটদের জন্য কোনো ইন্টার্নিশিপের ব্যবস্থাও নেই। তাই নামে আইসিটি ইনকিউবেটর হলেও বর্তমান সরকারের এই আইসিটি প্রকল্পটি কোনোভাবেই আইসিটি ইনকিউবেটরের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ছে না।

বাংলাদেশের আইসিটি ইনকিউবেটর

২০০২ সালের নভেম্বরে ঢাকার কাওরানবাজারস্থ বিএসআরএস ভবনের তৃতীয় থেকে নবম তলা এবং ১১ তলার কিছু অংশ নিয়ে দেশের প্রথম আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়। এরপর আইসিটি ইনকিউবেটরের কার্যক্রম পূর্ণোদ্দমে শুরু হয় ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। বর্তমানে এই ইনকিউবেটরে ৪১টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৭২৩ জন প্রফেশনাল কাজ করছেন। আইসিটি ইনকিউবেটরের জন্য মোট বরাদ্দকৃত স্পেসের পরিমাণ ৬৮৫৬৩ বর্গফুট। এর মধ্যে ৫৯২৪৮ বর্গফুট বর্তমানে ভাড়া দেয়া হয়েছে এবং বাকি ৯৩১৫ বর্গফুট এখনো ভাড়ার অপেক্ষায় তথা খালি রয়েছে। আইসিটি ইনকিউবেটরে অবস্থিত বেশির ভাগ আইসিটি প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠিত কিংবা মাঝারি মানের। আইসিটি ইনকিউবেটর মূলত তৈরি করা হয় একেবারে নতুন আইটি উদ্যোক্তা তথা সদ্য পাস করা আইসিটি গ্রাজুয়েটদের জন্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বাংলাদেশের আইসিটি ইনকিউবেটরে নতুন আইটি উদ্যোক্তা তৈরি কিংবা আইসিটি গ্রাজুয়েটদের কাজ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই কিংবা থাকলেও তা এখনো প্রক্রিয়াধীন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সদ্য পাস করা গ্রাজুয়েট বা আইসিটি বিষয়ে শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত তরুণদের বিশেষ করে যাদের অফিস বা কম্পিউটার সেটআপ করার সামর্থ্যও নেই তাদের জন্য আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়। পূর্ণসজ্জিত ইনকিউবেটরে বসে তারা তাদের প্রফেশনাল স্কিলকে আরো ডেভেলপ করে এবং প্রয়োজনীয় কাজ করে। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে গ্রাজুয়েটরা তাদের মতো করে নিজেদের প্রফেশনকে গুছিয়ে নেয়। একটি আন্তর্জাতিক মানের আইসিটি ইনকিউবেটরে প্লাগ এন্ড প্লে পদ্ধতির মতো ৪ জন, ৮ জন,

১২ জন, ১৬ জন বিশিষ্ট মডিউল থাকে। আর ইনকিউবেটর থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলোর মধ্যে থাকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অভ্যর্থনা, টেলিফোন ও টেলিফোন অপারেটর, প্রয়োজনীয় কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সেটআপ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ইত্যাদি। ইনকিউবেটর এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে করে তরুণরা সাবলীলভাবে তাদের প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত কাজগুলো করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে এ ধরনের ইনকিউবেটর রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের কথিত আইসিটি ইনকিউবেটরে এখন পর্যন্ত সদ্য পাস করা গ্রাজুয়েটদের জন্য এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। দেশের ইনকিউবেটরের বয়স ২ বছর পেরুলেও এখানে একটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের প্রকল্প এখনো সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় বিবেচনাধীন রয়েছে। 'আমরা আইসিটি ইনকিউবেটরের সপ্তম তলায় ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য একটি স্পেস বরাদ্দ রেখেছি। যেখানে ইনকিউবেটরের সব সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করা হবে। তবে প্রয়োজনীয় বাজেট এবং সরকারের আইসিটি মিনিস্ট্রির অনুমতির অভাবে এটি এখনো প্রক্রিয়াধীন। এটি কবে নাগাদ বাস্তবায়ন হবে তার কোনো সঠিক ডেডলাইন দিতে পারছি না।'

ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা

সরকার বিভিন্ন সময়ে সদ্য পাস করা আইসিটি গ্রাজুয়েটদের ইন্টার্নিশিপের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইনকিউবেটর প্রকল্প শুরুর সময় এখানে ইন্টার্নিশিপের ব্যবস্থা করা হবে শীর্ষক ঘোষণাও দেয়া হয়। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ঝুলে আছে এই প্রজেক্ট। ইন্টার্নিশিপের জন্য প্রচুরসংখ্যক গ্রাজুয়েট আবেদন করেছিলেন আইসিটি ইনকিউবেটরে। কিন্তু তা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে হতাশ গ্রাজুয়েটেরা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে। আর ইনকিউবেটরের যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রাজুয়েটদের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন তারাও অনুমতির অভাবে পিছিয়ে যান। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বেসিস ডিরেক্টর জাহিদুল হাসান মিতুল জানান, 'আমরা গ্রাজুয়েটদের ইন্টার্নিশিপের প্রকল্প সরকারের কাছে অনুমতির জন্য পাঠিয়েছি। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তা এখনো পাস হয়নি। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা এই প্রকল্প শুরু করতে পারছি না।' একই বিষয়ে আইসিটি ইনকিউবেটরে

Kv‡R e¨¯— cwZwôZ mdUIq¨vi dv‡gi †cvMvgvi iv

অবস্থিত 'ই' জেনারেশনের সিইও শামিম আহসান জানান, 'আমরা গ্রাজুয়েটদের ইন্টার্নিশিপের সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। যে কারণে ইন্টার্নিশিপে আগ্রহী গ্রাজুয়েট চেয়ে আমরা বেসিসের কাছে আবেদনও করেছিলাম। কিন্তু তার কোনো ফলাফল এখন পর্যন্ত পাইনি। এখন বাধ্য হয়ে ভিন্ন উপায়ে আমার প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগ দিয়েছি।'

ইনকিউবেটরের ইন্টারনেট সার্ভিস

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে বসানো ভিস্যাট থেকে রেডিও লিংকের মাধ্যমে আইসিটি ইনকিউবেটরে ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়া হচ্ছে। ইনকিউবেটরে একটি নির্দিষ্ট মাসিক চার্জ এবং স্পেস বরাদ্দের ওপর নির্ভর করে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। তবে এই ইন্টারনেটের কানেকশন স্পিড এবং সার্ভিস নিয়ে দেখা দিয়েছে অনেক প্রশ্ন। আইসিটি ইনকিউবেটর নিয়ে ২০০২ সালের ১৫ আগস্ট বাসস একটি সংবাদ প্রকাশ করে যাতে উল্লেখ করা হয় আইসিটি ইনকিউবেটরের জন্য ২ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যাকবোন স্পিডের ব্যবস্থা থাকবে। পরবর্তীতে স্পিডের এই পরিমাণ কমতে কমতে ১ এমবিপিএসে গিয়ে দাঁড়ায়। আর বর্তমানে আইসিটি ইনকিউবেটরের ইন্টারনেট স্পিডকে এক কথায় জঘন্য বলেই অভিহিত করেছেন সেখানে অবস্থিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। 'ইনকিউবেটরে হাইস্পিড ইন্টারনেট সার্ভিসের কথা আমরা লোকমুখেই বেশি শুনেছি। এই প্রতিষ্ঠান আইসিটি ইনকিউবেটরে গত ৮ মাস ধরে আছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এক দিনও আশাব্যাঞ্জক ইন্টারনেট স্পিড পাইনি আমরা। স্পিড এতো কম যে সামান্য ই-মেইল চেক করতেই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় আর মাঝে মাঝেই স্পিড একেবারে লো হয়ে ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। শুনেছি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল বেসিসের কাছে উৎকোচ চেয়েছে। যা দেয়া হলে বিসিসি হাই স্পিড ইন্টারনেট কানেকশনের ব্যবস্থা করবে।'- ইন্টারনেট সার্ভিস সম্পর্কে প্রচন্ড ক্ষোভের সাথে কথাগুলো বলেন ইনফো বিটের কো-অর্ডিনেটর তরফদার এ মাহমুদ। শুধু বেসিস কর্তাব্যক্তিরা ছাড়া ইনকিউবেটরের অন্য কেউই ইন্টারনেট সার্ভিস নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। সরবরাহকৃত সার্ভিসের দুরবস্থা এবং বেশি ব্যান্ড উইডথ প্রয়োজন হওয়ায় এখানকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আলাদা ইন্টারেনট সংযোগের ব্যবস্থা করেছে। আলাদা ইন্টারনেট সার্ভিসের জন্য বিএসআরএস ভবনের ছাদে ভিস্যাট বসানো হয়েছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আইসিটি ইনকিউবেটরের জন্য বরাদ্দকৃত ভিস্যাটটি বসানো হয়েছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে। ইন্টারনেট সার্ভিসের এই দুরবস্থা সম্পর্কে বেসিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বেসিসের ডিরেক্টর জাহিদুল হাসান মিতুল জানান, 'আমরা বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কাছ থেকে রেডিও লিংকের মাধ্যমে ১.২ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যাকবোন স্পিড পেয়ে থাকি। তবে গত ৩-৪ মাস ধরে বিসিসির কিছু সমস্যার কারণে ইন্টারনেট সার্ভিস বিঘ্নিত হচ্ছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে।'

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

আইসিটি ইনকিউবেটরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কয়েকটি সুবিধার একটি হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। আদতে নিরবচ্ছিন্ন হলেও মাঝে মাঝেই এখানে ভোল্টেজ ওঠা-নামার ঘটনা ঘটে। আর এর খেসারত দিতে হয় ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার না করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ফর ইউ-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ আনোয়ারুজ্জামান বলেন, 'বিদ্যুৎ সরবরাহ মোটামুটি আশাব্যঞ্জক। তবে মাঝে মাঝে ভোল্টেজ ওঠা-নামার কারণে কম্পিউটার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের এখানে কমার্শিয়াল রেটে বিদ্যুৎ বিল করা

হয়। ফলে আমাদের পিক আওয়ারে প্রতি মিনিট ৭.৫২ টাকা আকারে বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়। সরকারের কাছ থেকে সুবিধা পাওয়ার আশায় আমরা এখানে এলেও বিদ্যুৎ বিল এতো বেশি হওয়ায় আমাদের খরচ অনেক বেড়ে গেছে।' বাংলাদেশ ফর ইউ এখন থেকে প্রায় দুই বছর আগে মিরপুর থেকে তাদের অফিস এখানে শিফট করে। আশা ছিল সরকারের এই ইনকিউবেটর থেকে সুবিধা নিয়ে তারা তাদের ব্যবসা আরো সম্প্রসারিত করবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তাদের এতটাই হতাশ করেছে যে, তারা এখন আইসিটি ইনকিউবেটর ত্যাগ করার চিন্তা-ভাবনা করছে।

রিসার্চ সেন্টার, ল্যাব, ভিডিও কনফারেন্সিং ও অন্যান্য

আইসিটি ইনকিউবেটরের শুরুতে এখানে একটি মিলনায়তন, সম্মেলন কক্ষ, প্রশিক্ষণ হল, ভিডিও কনফারেন্সিং কক্ষ, তথ্য কেন্দ্র, কর্মশালা কক্ষ, ক্যাফেটেরিয়া, লাইব্রেরি, রিসার্চ ল্যাব ইত্যাদি স্থাপনের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে ইনকিউবেটরের বয়স ২ বছর পেরুলেও এগুলোর কোনোটাই বাস্তবায়ন হয়নি এখনো। 'পর্যাপ্ত বাজেটের অভাবে আমরা এখনো ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারিনি। তবে সম্মেলন কক্ষ, মিলয়নায়তন ইত্যাদি তৈরির জন্য আমরা স্পেস বরাদ্দ রেখেছি। এখানে একটি আধুনিক ডিজিটাল লাইব্রেরি ও রিসার্চ ল্যাব স্থাপন খুব জরুরি। এ ক্ষেত্রেও সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। মোট কথা, এগুলো করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এখন প্রয়োজন শুধু সরকারের কাছ থেকে দ্রুত অনুমতি ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা।' -জানান বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের অন্যতম ডিরেক্টর জাহিদুল হাসান মিতুল। একটি আদর্শ আইসিটি ইনকিউবেটর বলতে যা বোঝায় তার তেমন কিছুই এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি এই ইনকিউবেটরে।

ভাড়া এবং অন্যান্য ইউটিলিটি বিল

'সরকার বিএসআরএস ভবনের কাছ থেকে স্পেস ভাড়া নিয়ে তা কমমূল্যে বিভিন্ন আইসিটি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দিয়েছে। যার ফলে এখানকার ভাড়া অনেক কমে গেছে। মাত্র ১৫ টাকা স্কয়ার ফিট দরে এখানে স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এটি নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বিরাট সুযোগ।'- ইনকিউবেটরের বর্তমান ভাড়া সম্পর্কে জানান বেসিসের ডিরেক্টর জাহিদুল হাসান মিতুল। ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা কারওয়ান বাজারের মতো জায়গায় মাত্র ১৫ টাকা স্কয়ার ফিট ভাড়া বেশ কমই বলা যায়। তবে ভাড়ার এই রেট সম্পর্কে একটু ভিন্ন মত দিলেন আইসিটি ইনকিউবেটরের চতুর্থ তলায় অবস্থিত অ্যাপ্লিকেশন সল্যুশন লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোঃ ইকবাল হোসেন তালুকদার। তিনি জানান, 'আমরা ১৫ টাকা স্কয়ার ফিট দরে ভাড়া দিই এটা ঠিক। তবে এর সঙ্গে আমাদের ৩.৫ টাকা স্কয়ার ফিট হারে বিল্ডিংয়ের ইউটিলিটি বিল দিতে হয়। আর আমাদের বরাদ্দকৃত অংশের মধ্যে প্যাসেজ, টয়লেট ইত্যাদিও ধরা হয়। ফলে ১০০০ স্কয়ার ফিট ভাড়া নিলে সেখানে ৯০০ স্কয়ার ফিটের মতো পাওয়া যায়। বাকিটা প্যাসেজ, টয়লেট ইত্যাদি অন্যান্য খাতে ছেড়ে দিতে হয়।' মূলত সরকার ২০ টাকা স্কয়ার ফিট দরে বিএসআরএস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে ৫ টাকা কমিয়ে ১৫ টাকা স্কয়ার ফিট আকারে ইনকিউবেটরে ভাড়া দিচ্ছে। ইনকিউবেটরে অবস্থিত বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের মতে, এই একটি সুবিধাই তারা সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছে।

খালি পড়ে আছে অনেক স্পেস

আইসিটি ইনকিউবেটরের এসব দুরবস্থার কথা জেনে যাওয়ায় এখন আর কোনো আইসিটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হচ্ছে না সেখানে স্পেস বরাদ্দ নিতে। ফলে এখনো অনেক স্পেস ভাড়ার অপেক্ষায় খালি পড়ে রয়েছে ইনকিউবেটরে। বর্তমানে পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েও আইসিটি ইনকিউবেটরে আসতে আগ্রহী আইসিটি প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে না বেসিস।

বিনিয়োগ

ইনকিউবেটরে বর্তমান বিনিয়োগ প্রসঙ্গে জনাব মিতুল জানান, 'এখন পর্যন্ত সরকার আইসিটি ইনকিউবেটরের পেছনে বিনিয়োগ করেছে সাড়ে ৩ কোটি টাকার মতো। আশার কথা হচ্ছে, এই আইসিটি ইনকিউবেটরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে বিনিয়োগ করেছে ১৯ কোটি টাকা। এ থেকে সহজেই অনুমেয়, সরকারের একটু সুযোগ অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে বেসরকারি মহলের কাছে। আমি মনে করি, সরকার ইনফ্রাসটাকচার সুবিধা আরো বাড়ালে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ আরো অনেক বাড়বে।'

আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টার এবং টেকনোলজি পার্ক

সরকার আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করে শাব্দিক অর্থে তেমন কোনো সফলতা না পেলেও এখানে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত আইসিটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কাজের জন্য দেশ-বিদেশে চেষ্টা করছে। কিন্তু আইসিটি ইনকিউবেটরে অবস্থান বললে অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠানই কাজ দিতে পিছ পা হয়ে যান প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বের কথা ভেবে। তাই দাবি উঠেছে ইনকিউবেটরের নাম পরিবর্তনের। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জনাব মিতুল জানান, 'কাজ পাওয়ার সুবিধার্থে অনেক প্রতিষ্ঠান ইনকিউবেশন সেন্টারের নাম পরিবর্তনে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় নাম পরিবর্তন নিয়ে কিছু রিপোর্টও হয়েছে। কিন্তু একটি প্রকল্পের মাঝামাঝি সময় তো আর নাম পরিবর্তন করা যায় না। তবে আইসিটি ইনকিউবেটর নাম পরিবর্তন করে আইসিটি ইনকিউবেশন সেন্টার এবং টেকনোলজি পার্ক রাখার একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে।'

আইসিটি ইনকিউবেটর এখন শুধু নামমাত্র। ড. লুৎফর রহমানের মতে 'আইসিটি ইনকিউবেটর ইজ ফুললি অক্যুপাইড বাই সাম স্টাবলিশড কোম্পানি'। তার কথার সত্যতা মেলে আইসিটি ইনকিউবেটরে গেলে। কারণ ইনকিউবেশনের কোনো কাজই হচ্ছে না সেখানে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে প্রচুর লোক থাকলেও আইসিটি ইনকিউবেটর প্রকল্পের জন্য কোনো লোক নেই। তাই আইসিটি ইনকিউবেটরের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব পালন করছে বেসিস। আর তা দেখাশোনা করছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। সমস্ত প্রকল্পটি বিজ্ঞান ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে আইসিটি ইনকিউবেটরের প্রায় সব প্রজেক্টই এখন স্থগিত বা বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার এবং বিএসআরএস ভবন কর্তৃপক্ষের মধ্যের স্পেস রেন্ট সংক্রান্ত চুক্তিও শেষ হয়ে যাবে এ বছরের জুলাই মাসে। সূত্রমতে, স্পেস রেন্ট চুক্তি বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ এখনো নেয়নি সরকার। সব কিছু মিলিয়ে একটি গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছে আইসিটি ইনকিউবেটর। বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকারের আরো অনেক ব্যর্থ প্রকল্পের মতো এটিও হয়তো ব্যর্থ প্রকল্প হিসেবে গণ্য হবে। আর তা হলে বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরের বিকাশ আরো একধাপ পিছিয়ে যাবে। আর আমরা অনেকখানি পিছিয়ে যাবো বর্তমান বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতা থাকে।